বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ষাম্মাসিক পর্যালোচনাঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ডিসেম্বর ২০১৫

মোট রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার

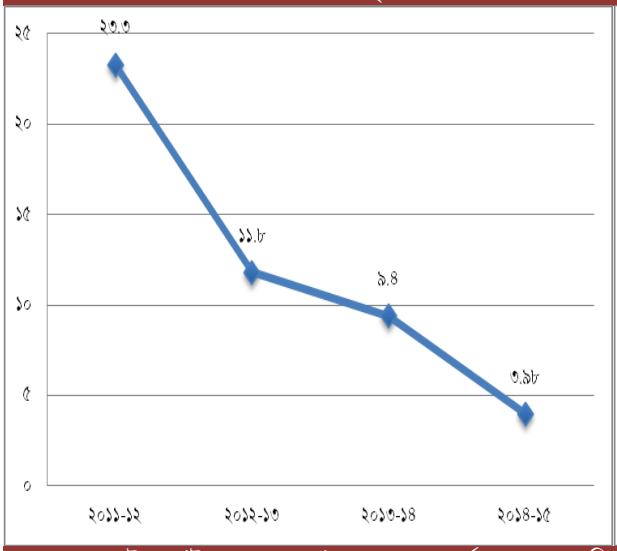

জিডিপি'র অনুপাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

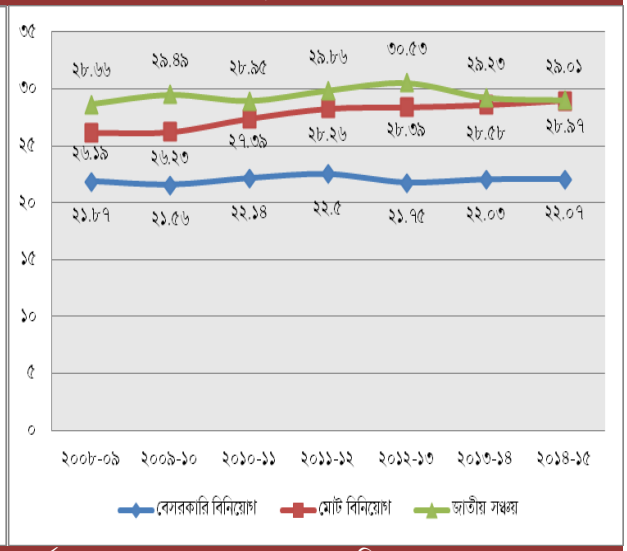

উৎসঃ 'উন্নয়ন অন্বেষণ', *২০১৫-১৬ অর্থবছরের ষাম্মাসিক পর্যালোচনাঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, ডিসেম্বর, ২০১৫

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণে'র ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ষাণ্মাসিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের স্থবিরতা, রাজস্ব আদায়ে হ্রাসমান প্রবৃদ্ধি এবং বহিঃখাতে মন্থরতার প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে চ্যালেঞ্জর সম্মুখীন করতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনীতির এই সূচকগুলোর অসন্তোসজনক প্রবণতার পাশাপাশি উন্নয়নের অন্য তিনটি মৌলিক দিক অর্থাৎ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে লক্ষণীয় উন্নতি দৃশ্যমান নয়। জাতিসংঘ কতৃক প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৫-এ বাংলাদেশের অবস্থান অপরিবর্তত রয়েছে।

আয় বৈষম্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য, বহুমাত্রিক দরিদ্রতা ও বেকারত্ব বিশেষকরে যুব বেকারত্ব অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের প্রায় স্থবির পরিস্থিতির দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ গড়ে মাত্র ০.২৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপি'র অনুপাতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের পরিমান ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২১.৮৭ শতাংশ ছিল যা ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ২১.৫৬, ২২.১৪, ২২.৫০, ২১.৭৫, ২২.০৩ ও ২২.০৭ শতাংশ হয়েছে। ভৌত অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা ও রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভাবহীনতায় ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে।

দেশ থেকে অবৈধ আর্থিক প্রবাহের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা (২০১০ সালে ৫৪০৯ মিলিয়ন, ২০১১ সালে ৫৯২১ মিলিয়ন, ২০১২ সালে ৭২২৫ মিলিয়ন ও ২০১৩ সালে ৯৬৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর দিকে দিক নির্দেশ

করে উন্নয়ন অন্বেষণ সতর্ক করে যে, দেশজ সঞ্চয় জিডিপি'র অনুপাতে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ক্রমহ্রাসমান। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় জিডিপি'র ৩০.৫৩ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৯.২৩ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৯.০১ শতাংশ ছিল। বর্তমান অর্থবছর শেষে আরও কমে যেতে পারে। ফলে ব্যক্তি ও সরকারি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২৪ শতাংশ ও ৭.৮ শতাংশ অর্জনকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অপর্যাপ্ত বাস্তবায়নের দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্তব্য করে যে, সরকারিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারণে বিনিয়োগসমূহের কার্যকারিতা কমে যাওয়ায় অর্থনীতিতে গুণক প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে না।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৯৭০০০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাস অর্থাৎ জুলাই-নভেম্বর সময়ে মাত্র ১৭ শতাংশ বা ১৬৩২০.৬২ কোটি টাকা বাস্তবায়িত হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের হার ২০ শতাংশ ছিল।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ক্রহ্রাসমান। ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ২৩.৩ শতাংশ ছিল। পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে কমে গিয়ে ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ১১.৮, ৯.৪ ও ৩.৯৮ শতাংশে দাঁড়ায়।

পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঠিকভাবে সংঘটিতকরণে ব্যর্থতা দেশে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের যোগানকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) অর্জনের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে অবির্ভূত হতে পারে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তেতে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে, বর্তমান অর্থবছর অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০৮৪.৪৩ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমান ৫৪৪.০৮ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৮ শতাংশ পয়েন্ট কমে গিয়েছে উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৪.১ শতাংশ ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে তা ১০.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রাজস্ব আদায়ে দক্ষিণ এশিয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকাকে নির্দেশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' বলছে যে, গত চার অর্থবছরে জিডিপি'র অনুপাতে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান বাংলাদেশে ১১.৫৭ শতাংশ। একই সময়ে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান ভারতে ১৯.৪ শতাংশ, নেপালে ১৮.৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৩.৭ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ১৩.৪ শতাংশ।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার কর্তৃক দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে প্রদেয় সুদের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই মাসে প্রদেয় সুদের পরিমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় ১১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে প্রদেয় সুদের পরিমান ৩০.৮৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। অধিক প্রদেয় সুদ অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি করে যা সরকারের উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেয় বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্তব্য করেছে।

বাণিজ্য ঘাটতির বর্ধমান প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে বর্তমান অর্থবছরে জুলাই-অক্টোবর সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমান ১৯৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ৯৯১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ ঘাটতির পরিমান ৬৭৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবর মাসে রপ্তানি আয় ০.১৩ শতাংশ কম হয়েছে। অগাস্ট মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানি আয় ১৩.৯১ শতাংশ কমেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় ৪.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০১৩০.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে যদিও তা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৩.৭৩ শতাংশ কম।

মাঝারি ও বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের কোয়ান্টাম ইনডেক্স এর উপর ভিত্তি করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, জুলাই ২০১৪ এর তুলনায় মাঝারি ও বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের সাধারন গড় কোয়ান্টাম ইনডেক্স জুলাই ২০১৫ - এ ১.৩১ শতাংশ কমে গিয়ে ২৫৩.৬৭ হয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদন শিল্পের সাম্প্রতিক কর্মদক্ষতায় অসন্তোষজনক প্রবণতা লক্ষণীয়।

'উন্নয়ন অন্বেষণ' উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিমুখীন প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ, কর ভিত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আয়, আর্থিক খাতে প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার, ব্যবসায়িক আস্থা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কার্যকরি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।